গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জনস্বাস্থ্য - ২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

স্মারক নং ৪৫.০০.০০০০.১৭১.১৮.০১৭.২০-৭১

তারিখঃ ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১
২৮ মাঘ ১৪২৭

বিষয়: করোনা ভাইরাস ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে গত ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিঃ তারিখে বুধবার দুপুর ০৩.০০টায় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত করোনা ভাইরাস ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণার্থে এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ সভার কার্যবিবরণী ০২ (দুই)পাতা।

১১.০২.২০২১

(ডাঃ মোঃ শিব্বির আহমেদ ওসমানী)
উপসচিব (জনস্বাস্থ্য-২)
ফোন: ৯৫১৫৫৩১
Ph2@hsd.gov.bd

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও কার্যার্থেঃ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

১. মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
৫. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৬. সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১২. মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৩. সভাপতি, করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত জাতীয় টেকনিক্যাল পরামর্শক কমিটি, ঢাকা।
১৪. পরিচালক, আইইডিসিআর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৫. লাইন ডাইরেক্টর, এম.এন.সি.এইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। সিস্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৪। অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। যুগ্মসচিব (জনস্বাস্থ্য) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।

করোনা ভাইরাস ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন বিষয়ে গঠিত জাতীয় কমিটি'র
৪র্থ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ড. আহমদ কায়কাউস প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
তারিখ ও সময়	:	০৩.০২.২০২১ খ্রি. দুপুর ৩.০০টা।
স্থান	:	সভাকক্ষ (২য় তলা), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
উপস্থিতি	:	সভায় উপস্থিত সদস্যদের তালিকা (পরিশিষ্ট "ক")।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে সভা শুরু করার আহ্বান জানান।তিনি কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের বৈশ্বিক অপ্রতুলতার বিষয়টি উল্লেখ করেন এবং একারণে পূর্ববর্তী ভ্যাকসিনেশন পরিকল্পনায় ঈষৎ পরিবর্তন সাধন করে প্রথম ধাপে ৩৫ লাখ জনগোষ্ঠীকে সমসংখ্যক ডোজ প্রদান করে ৪ সপ্তাহ পর উক্ত জনগোষ্ঠীকেই দ্বিতীয় ডোজ প্রদান করা যেতে পারে কিনা এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে আলোচনার আহ্বান জানান।

২। জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব ও সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ- জানান ইতোমধ্যেই সারাদেশের সকল জেলা প্রশাসক, সিভিল সার্জনগণের সাথে অনলাইনে সভা আয়োজিত হয়েছে এবং দেশের সকল জেলায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ও প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সামগ্রী যথাযথ উপায়ে বণ্টন সম্পন্ন হয়েছে। এরপর তিনি লাইন ডিরেক্টর, এমএনসিঅ্যান্ডএএইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর-কে এতদবিষয়ক হালনাগাদ তথ্য উপস্থাপনের আহ্বান জানান।

৩। লাইন ডিরেক্টর, এমএনসিঅ্যান্ডএএইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সভায় জানান, কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রমকে সামনে রেখে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যাবতীয় প্রস্তুতি জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম শুরুর আগেই সম্পন্ন হবে। তিনি আরও জানান যেহেতু সরকার কর্তৃক সংগৃহীত Oxford উদ্ভাবিত Serum Institute, India কর্তৃক উৎপাদিত COVISHIELD ভ্যাকসিনটির ২ ডোজের মধ্যবর্তী সময় ৪, ৮ অথবা ১২ সপ্তাহ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত সেহেতু ৪ সপ্তাহ ব্যাবধানে ৩৫ লাখ জনগোষ্ঠীকে ২টি ডোজ প্রদান করার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই।

৪। সভাপতি মহোদয় সভায় ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের তুলনামূলক কম হারের বিষয়টি উল্লেখ করে এ বিষয়ে বিকল্প ব্যাবস্থা অবলম্বন করা যায় কিনা সে বিষয়ে আলোচনার প্রস্তাব করেন। তিনি জানান, এক্ষেত্রে অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের পাশাপাশি ইপিআই কর্মসূচীতে বিদ্যমান পেপার বেজড পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। এরপর তিনি সভায় অনলাইনে সংযুক্ত সারাদেশের জেলা প্রশাসকগণের মধ্যে থেকে কয়েকজনের সাথে কথা বলেন। জেলা প্রশাসকগণ ইতোমধ্যেই মাঠ পর্যায়ে পৌঁছানো ভ্যাকসিন, লজিস্টিক ও সার্বিক প্রস্তুতি সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। সভায় জেলা প্রশাসক, সিভিল সার্জন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলোকে তালিকাভুক্ত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

৫। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন বিষয়ক আলোচনা চলাকালে সভায় রেজিস্ট্রেশনের পর ভ্যাকসিন গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখের ২/৩ দিন আগেই এসএমএস এর মাধ্যমে ভ্যাকসিন গ্রহণের তারিখ জানানো বিষয়টিসভায় আলোচিত হয়। এছাড়া দ্রুত জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক, সিভিল সার্জনগণের জন্য কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কার্যক্রম বিষয়ক ড্যাশবোর্ড কার্যকর করার বিষয়ে উপস্থিত সদস্যগণ একমত হন। অনলাইন বা অ্যাপ দ্বারা রেজিস্ট্রেশন আরও সহজবোধ্য করার এতদবিষয়ে প্রচারণা এবং যে কোন সমস্যার ক্ষেত্রে যোগাযোগ করা যেতে পারে এমন পদ্ধতি অবলম্বন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও কারা ভ্যাকসিন পাবে, কোথায় পাবে এবং কীভাবে পাবে এ বিষয়ে জনবান্ধব প্রচারণা পরিচালনার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা স্বাসে বিষয়ে জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব ও সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ- জানান কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশনের জন্য নির্ধারিত বাজেটটি অনুমোদন ও অর্থছাড় সাপেক্ষে এতদবিষয়ক প্রচারণামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

৬। সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ভ্যাকসিন প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব ও সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ- জানান এ বিষয়ে ইতোমধ্যেই একটি পরিকল্পনা করা হয়েছে যা জাতীয় কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

৭। সভাপতি মহোদয় মাঠ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া ভ্যাকসিন সমূহের গুণগত মান অক্ষুণ্ন রাখতে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ ও ভ্যাকসিন এর নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের উদ্দেশ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

সিদ্ধান্তঃ

- আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি২০২১ খ্রি. তারিখে দেশব্যাপী নির্ধারিত সরকারি হাসপাতালসমূহে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম শুরু হবে। প্রথম ধাপে তালিকাভুক্ত জনগোষ্ঠীর ৩৫ লাখ মানুষকে প্রথম ডোজ এবং ৪ সপ্তাহ ব্যাবধানে উক্ত জনগোষ্ঠীকেই দ্বিতীয় ডোজ প্রদান করা হবে।
- সভায় রেজিস্ট্রেশনের হার বৃদ্ধি করার জন্য উপজেলা ডিজিটাল সেন্টারসমূহকে ব্যবহার করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
- সভায় আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের হার পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে প্রয়োজনে পেপার বেজড রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- সভায় আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রি. তারিখ হতে জেলা পর্যায়ে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কার্যক্রম বিষয়ক ড্যাশবোর্ডটি কার্যকর হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া ভ্যাকসিন প্রাপ্তির তারিখ রেজিস্ট্রেশন সম্পন্নকারীগণকে ভ্যাকসিন গ্রহণের ২/৩ দিন আগেই এসএমএস এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি সকলের কাছে সহজবোধ্য করতে এতদবিষয়ে প্রচারণামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- ভ্যাকসিন প্রদানের স্থান, ভ্যাকসিন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত জনগোষ্ঠী ও ভ্যাকসিন প্রাপ্তি প্রক্রিয়া জনগণকে জানানোর উদ্দেশ্যে প্রচার-প্রচারণা বৃদ্ধি করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
- মন্ত্রণালয়সমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ভ্যাকসিন প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে ঢাকা নগরীতে অবস্থিত ভ্যাকসিনেশন সেন্টারগুলোর কয়েকটিকে নির্ধারণ করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয়বস্তু না থাকায় সভাপতি মহোদয় ভ্যাকসিন ও লজিস্টিক নিরাপদে সারাদেশে সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সামরিক বাহিনী; সার্বিক প্রস্তুতি নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য প্রশাসন, জনপ্রশাসন কর্মকর্তা-কর্মচারী ও উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আসন্ন কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করে।

স্বাক্ষরিত
তারিখঃ ০৯.০২.২০২১
(ড. আহমদ কায়কাউস)
প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
ও
সভাপতি, করোনা ভাইরাস ভ্যাকসিন
প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি